তথ্যববিরণী নম্বর : ৮৪৫

মুম্বাইতে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে অমর একুশে ২০২১ উদ্যাপন

মুম্বাই, ৮ ফাল্গুন (২১ ফব্রেুয়ার)ি:

মুম্বাইয়ে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশে মুম্বাইয়ের প্রেসিডেন্ট হোটেলে অমর একুশে এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের নিমিত্তে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ওয়ার ভ্যাটেরান সংগঠনের সভাপতি এবং অবসরপ্রাপ্ত নৌবাহিনীর কমান্ডার বিজয় ভাদেরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ এবং ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ভাষা সংগীত ”আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি?” গানে ভাষা দিবসের আবেশ জাগরিত হয়ে উঠে। এরপর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। স্থানীয় মাতৃভাষাপ্রেমী সাংস্কৃতিক সংগঠন “আনাম প্রেম”-এর ১০ জন সদস্য কবিতা আবৃতি এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। উপস্থিত আরো কয়েকজন বাঙালি এবং ভারতীয় কবিতাপ্রেমীরা বাংলা, স্থানীয় মারাঠি এবং হিন্দি ভাষায় কবিতা পাঠ করেন এবং মাতৃভাষা সম্পর্কে নিজেদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

মুম্বাইয়ে নিযুক্ত বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনার মোঃ লুৎফর রহমান তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের মহান শহিদ দিবসের তাৎপর্য এবং স্বাধীনতা অর্জনে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে আমাদের মহান ভাষা সংগ্রামে শহিদদের কথা গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। এ সময় তিনি ভাষা আন্দেলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

 আলোচনা পর্ব শেষে প্রামাণ্যচিত্র “গু গড়ঃযবৎ ঞড়হমঁব” প্রদর্শন করা হয়। মুম্বাইস্থ কূটনৈতিক কোরের সদস্যবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, প্রবাসী বাংলাদেশি, উপ-হাইকমিশনের সদস্যবৃন্দ এবং সাংবাদিকসহ স্থানীয় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া প্রতিনিধি এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

নাফিসা/নাইচ/মোশারফ/রেজাউল/২০২১/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৪৪

**কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে পালিত হলো**

**মহান ভাষা শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস**

কলকাতা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি):

 কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন প্রাঙ্গণে ‘মুজিব শতবর্ষ’-এ যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজ পালিত হলো মহান ‘ভাষা শহিদ দিবস’ ও ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১’। একুশের শুরুতে উপ-হাইকমিশন চত্বরে ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জাতীয় সঙ্গীতের সাথে পতাকা অর্ধনমিতকরণের মাধ্যমে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। পতাকা অর্ধনমিত করেন কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান।

 এরপর বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন আয়োজিত প্রভাতফেরি শুরু হয়। প্রভাতফেরিটি কলকাতার ৩, সোহরাওয়ার্দী এভিনিউস্থ ‘বাংলাদেশ গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র’ থেকে শুরু হয়ে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন চত্বরে এসে শেষ হয়। এ প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করেন কলকাতার কবি, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিজীবীগণ, বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, সোনালী ব্যাংক লিঃ ইন্ডিয়া অপারেশন্স কলকাতা ও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কলকাতা-এর সকল স্বদেশভিত্তিক কর্মকর্ত-কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যগণ, কলকাতায় অবস্থানরত বাংলাদেশের নাগরিকবৃন্দ, কলকাতার ভাষাপ্রেমী, কলকাতায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রীরা এবং বিভিন্ন নাট্য সংগঠনের সদস্যবৃন্দ। প্রভাতফেরি শেষে উপ-হাইকমিশন চত্বরে অবস্থিত শহিদ মিনারে ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

 এরপর উপ-হাইকমিশনের বঙ্গবন্ধু মঞ্চে উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক গৌতম খাস্তগীর, বিধায়ক অসিত মিত্র, বিশিষ্ট কবি বরুণ চক্রবর্তী, মানিক দে, কবি ও লেখক গোপাল চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গের ইউনিসেফ প্রধান মোঃ মহিউদ্দিন, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম পরিষদের সম্পাদক গোপাল দাস ও ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সম্পাদক ইলোরা দে প্রমুখ।

 সভাপতির বক্তব্যে উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান বলেন, আমাদের বাংলা ভাষা চর্চা যেন শুধু ২১শে ফেব্রুয়ারিতেই সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং একুশের চেতনাকে কাজে লাগিয়ে আমরা যেন সারা বছরই শুদ্ধ বাংলা চর্চা করতে পারি, আমাদের সন্তানদেরকে সঠিক বাংলা ভাষা শিক্ষা দিতে পারি, তাহলেই ভাষা শহিদদের প্রতি আমরা যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারবো।

#

রাজ্জাক/নাইচ/মোশারফ/রেজাউল/২০২১/২২১৮ ঘণ্টা

Handout Number: 843

**BD New Delhi mission pays homage to language martyrs**

New Delhi, Feb 21:

 Bangladesh High Commission in New Delhi today paid tributes to the 1952 language martyrs through probhat ferry and placing wreaths at a Shahid Minar, at the chancery.

 The national flag was hoisted at half mast. A special prayer was held seeking divine blessings for the language martyrs. One minute silence was held in memory of the martyrs. The probhat ferry (dawn procession), led by H.E. High Commissioner Muhammad Imran participated by officers, staff and family members of the mission.  The Ekushey elegy “Amar Bhaiyer Rakte Rangano Ekushey February……” was sung as the parade went along the chancery premises. The High Commissioner and Officers also placed flowers with on the portrait of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

 In his remarks Muhammad Imran, High Commissioner of Bangladesh remembered the supreme sacrifices made by the language heroes of 1952. He paid homage to Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. He said the UNESCO declared February 21 as International Mother Language Day in 1999 thanks to efforts made by Prime Minister Sheikh Hasina. “As we observe this historical day it is important for us to make our young generation conversant with our rich and proud history, our heroes, the culture and heritage,” he said.

 The mission’s officers read out the messages from President Abdul Hamid, Prime Minister Sheikh Hasina, Foreign Minister A K Abdul Momen, State Minister for Foreign Affairs Shahriar Alam.

 A cultural programme performed by different countries was held in the evening. UNESCO representative read out the message of Director General of UNESCO given on the occasion of International Mother Language Day. A documentary was also screened on International Mother Language Day. The programme was attended by number of Ambassadors, diplomats, local elites, media personalities.

#

Nice/Mosaraf/Rezaul/2021/ 2212 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৪২

**বর্তমান সরকারের আমলে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটেছে**

 **-- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

রৌমারী (কুড়িগ্রাম), ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি):

 প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন শ্রমিকদের উদ্দেশে  বলেছেন, গরিব মেহনতি মানুষের ঘামে আজ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গতিশীল এবং সমৃদ্ধির পথে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আপনার আমার সন্তানদের যদি সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারতাম তাহলে  দেশ ও জাতির অগ্রযাত্রা আরও গতিশীল  হতো।

 প্রতিমন্ত্রী আজ কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে শ্রমিকদের জীবনমানের ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। শ্রমিকদের শ্রমের দাম দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক সময় শ্রমিকদের কাজ ছিল না। যদিও কাজ পেতো কাজের মজুরি পেতে ব্যাপক হয়রানি হতে হতো। এছাড়া ঠিকাদাররা শ্রমিকদের মজুরি দিতে বিভিন্ন টালবাহনা করত। এখন আর সেটা হয় না।

 মতবিনিময় সভায় রৌমারী উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, রৌমারৗ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ আব্দুল্যাহ্, রৌমারী থানার অফিসার ইনচার্জ মোন্তাছের বিল্লাহ্, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাইল ইসলাম মিনু, যাদুর চর ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক রফিকুল আলম শাহিন, রৌমারী প্রেসক্লাব সভাপতি সুজাউল ইসলাম সুজা, রৌমারী উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি জহুরুল ইসলাম প্রমুখ।

#

রবীন্দ্র/নাইচ/মোশারফ/রেজাউল/২০২১/২২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৪১

দেশকে করোনামুক্ত করতে সবাইকে টিকা গ্রহণ করতে হবে

**রংপুরে আলোচনা সভায় টিপু মুনশি**

পীরগাছা (রংপুর), ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি):

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, দেশকে করোনামুক্ত করতে ও সুস্থ থাকতে হলে সবাইকে টিকা নিতে হবে। ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। এ টিকা সম্পূর্ণ নিরাপদ। মিথ্যা প্রচারণায় কান দেয়া চলবে না। আমরা যে যে অবস্থানে আছি, সেই অবস্থানে থেকেই দেশের সাধারণ মানুষকে টিকার গুরুত্ব বোঝাতে হবে। টিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

মন্ত্রী আজ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২১ উপলক্ষে রংপুরে পীরগাছা উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশ সফল হয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশ এখনও করোনার টিকা সংগ্রহ করতে পারেনি, কিন্তু বাংলাদেশ শুরুতেই টিকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ আজ করোনা মোকাবিলায় সফল। সবাই টিকা গ্রহণ করলে বাংলাদেশ করোনা মুক্ত হবে।

পীরগাছা উপজেলা পরিষদের নির্বাহী অফিসার শেখ শামসুল আরেফিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পীরগাছা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আবু নাসের শাহ মোঃ মাহবুবার রহমান, পীরগাছা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আরিফুল হক লিটন, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ওয়াজেদ আলী সরকার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) জান্নাত আরা ফেরদৌস প্রমুখ।

#

বকসী/নাইচ/সাহেলা/রেজুয়ান/মোশারফ/রেজাউল/২০২১/২১৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৪০

**আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস শুধু বাঙালির নয়, পৃথিবীর সব ভাষাভাষী মানুষের**

 **-- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

রৌমারী (কুড়িগ্রাম), ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি):

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটি রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দিন। শহিদদের রক্তের বিনিময়ে সব বাধা অতিক্রম করে বাংলাভাষাকে পাথেয় করে এগিয়ে যাওয়ার শপথের দিন। তিনি বলেন, দিবসটি শুধু বাঙালির নয়, পৃথিবীর সব ভাষাভাষী মানুষের।

প্রতিমন্ত্রী আজ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রহরে তাঁর নির্বাচনী এলাকা কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শহিদদের আত্মদানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সমবেত স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে এসব কথা বলেন।

উপজেলা প্রশাসন, মিডিয়া কর্মী, সরকারি, বেসরকারি, সামাজিক ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ শহিদ মিনারের বেদিতে পুষ্পবস্তক অর্পণের মধ্য দিয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এসময় প্রতিমন্ত্রীর সাথে অন্যান্যের মধ্যে রৌমারী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ আব্দুল্লাহ্, ভাইস চেয়ারম্যান মোজাফ্ফর হোসেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আল ইমরান উপস্থিত ছিলেন।

#

রবীন্দ্র/নাইচ/রেজুয়ান/মোশারফ/রেজাউল/২০২১/২০৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৩৯

**ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালির অস্তিত্বের বিষয়**

 **-- সমবায় প্রতিমন্ত্রী**

বেনাপোল (যশোর), ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি):

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেছেন, ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালির অস্তিত্বের বিষয়। এই ভাষা আন্দোলনের সফলতাই পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণা যোগায়। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের অসহায় মানুষের পাশে ছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীসহ ভারতবর্ষের সকলস্তরের জনসাধারণ। তাই স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের সঙ্গে আমাদের আত্মার সম্পর্ক, নাড়ির সম্পর্ক। এ জন্য আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

আজ বেনাপোল চেকপোস্টে মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পেট্রাপোল-বেনাপোলে করোনার কারণে সীমিত পরিসরে দুই বাংলা মিলনমেলায় পালিত হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন যশোর-১ আসনের সংসদ সদস্য শেখ আফিল উদ্দিন, বেনাপোল কাস্টমস কমিশনার আজিজুর রহমান, যশোর জেলা প্রশাসক তমিজুল ইসলাম খান, অধিনায়ক ৪৯ বিজিবি (যশোর) লেঃ কর্নেল সেলিম রেজা, যশোরের পুলিশ সুপার প্রলয় কুমার জোয়ার্দ্দার প্রমুখ।

ওপার বাংলার পক্ষে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেন, এই ১৯৫২ সালেই পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক শক্তি বাংলাকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাংলার আপামর জনতার তীব্র আন্দোলন তা হতে দেয়নি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে বাংলার সর্বস্তরের মানুষ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ‍্যমে এদেশকে স্বাধীন করেছিল।

#

আহসান/নাইচ/রেজুয়ান/মোশারফ/রেজাউল/২০২১/২০৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৩৮

**শহিদ দিবস উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম**

**ও ডেটাকার্ড উদ্বোধন করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার আজ ঢাকায় তাঁর সরকারি বাসভবনের অফিস কক্ষে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে এ বিষয়ে ১০ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকিট ও ১০ টাকা মূল্যমানের একটি উদ্বোধনী খাম অবমুক্ত করেন। এছাড়া ৫ টাকা মূল্যমানের একটি ডেটাকার্ড উদ্বোধন করা হয়। মন্ত্রী এ সংক্রান্ত একটি সিলমোহর ব্যবহার করেন।

 মন্ত্রী ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, ভাষা একটি জাতির আত্মপরিচয়ের প্রধানতম হাতিয়ার। এটি শুধু চিন্তা-চেতনা, মনন ও মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমই নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশ ও সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনবোধ। হাজার বছর ধরে বাংলা ভাষা প্রকাশ করে যাচ্ছে বাঙালি জাতির অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা। একুশের পথ ধরেই বাংলার স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এক অনন্য অবিস্মরণীয় দিন। এদিন ভাষার দাবিতে প্রথম হরতাল পালিত হয়। এটাই হলো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম হরতাল। হরতালের নেতৃত্ব দেন শেখ মুজিবুর রহমান। ওইদিন তিনি পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐদিনের ঘটনাটি ছিল পাকিস্তানে কোনো প্রথম রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা। সেই থেকে শুরু করে বাংলাদেশ নামক বাংলা ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত একক নেতৃত্ব ছিলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ।

 মন্ত্রী বলেন, ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে বাঙালি তরুণদের আত্মদান শুধু বাংলাদেশ বা বাঙালির নয়, তা এক বিশ্বজনীন ঘটনা। বলা চলে, ১৯৪৮ সালের মার্চে সীমিত পর্যায়ে যে আন্দোলন শুরু হয় ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তার চরম প্রকাশ ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় অভ্যুদয় ঘটে বাঙালির ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র বাংলাদেশের। ভাষা আন্দোলনের পর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদান, সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু, সংসদের দৈনন্দিন ‌কার্যাবলী বাংলায় চালু প্রসঙ্গে আইন সভায় গর্জে ওঠেন এবং মহানায়কের ভূমিকা পালন করেন শেখ মুজিবুর রহমান।

 স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম ও ডেটাকার্ড আজ থেকে ঢাকা জিপিও’র ফিলাটেলিক ব্যুরো এবং পরে দেশের অন্যান্য জিপিও এবং প্রধান ডাকঘর থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

#

শেফায়েত/সাহেলা/রেজুয়ান/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৩৭

**ভাষাসৈনিকেরা অধিকার আদায়ে আন্দোলনের নিদর্শন স্থাপন করে গেছেন**

 **---আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেছেন, একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির জাতীয় জীবনে চিরভাস্বর। যা বাঙালি জাতিকে বিশ্বের কাছে এক নতুন মর্যাদা দান করেছে। তিনি বলেন, সেই দিন ভাষাসৈনিকেরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অধিকার আদায়ে আন্দোলনের নিদর্শন স্থাপন করে গেছেন।

 আজ নাটোরে সিংড়া উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশে পরিণত করতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাগ্রত ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদের নির্দেশনায় আইসিটি বিভাগ থেকে বাংলাকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য ‘গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ’ নামক একটি গবেষণাধর্মী প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে বাংলাতে আরো বেশি স্বাচ্ছন্দ্যে ছেলেমেয়েরা সকল বিষয়গুলো জানতে পারবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে ১১ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী রয়েছে। ইন্টারনেটে বাংলাতে আরো সহজভাবে সকলের কাছে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করার জন্য প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন,  সারাদেশে ১৩ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হচ্ছে এবং আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে আরো ৩৫ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হবে।

 পরে প্রতিমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করেন।

 অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট গবেষক সাবেক অধ্যক্ষ ডক্টর আশরাফুল ইসলাম। সিংড়া উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা এম এম সামিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিংড়া পৌরসভার মেয়র জান্নাতুল ফেরদৌস, সিংড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামরুল হাসান কামরান সহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ।

 #

শহিদুল/সাহেলা/রেজুয়ান/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২০৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী        নম্বর : ৮৩৬

**‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতা**

**গতকালের বিজয়ীদের তালিকা**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

          জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত গতকালের অনলাইনভিত্তিক ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতার স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজন হলেন : কুমিল্লার তানভীর হোসেন প্রিয়াম, শেরপুরের ফাইউজ উদ্দীন স্মরণ, দিনাজপুরের মোঃ হাবিবুর রহমান, কিশোরগঞ্জের মোঃ মামুন মিয়া ও দিনাজপুরের শাহরিয়ার কবির।

          গতকালের কুইজে ৭৪ হাজার ২৭ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

          স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজনসহ ১০০ জিবি মোবাইল ডাটা বিজয়ী ১০০ জনের ছবিযুক্ত নামের তালিকা
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট [https://mujib100.gov.bd](https://mujib100.gov.bd/) অথবা [https://quiz.priyo.com](https://quiz.priyo.com/) থেকে জানা যাবে।

#

মোহসিন/সাহেলা/রেজুয়ান/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮৩১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৩৫

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৪ হাজার ৩৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৩২৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৪৩ হাজার ৩৫১ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৭জন-সহ এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৩৪৯ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪ লাখ ৯১ হাজার ৩৬৭ জন।

#

দলিল/সাহেলা/রেজুয়ান/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৩৪

**তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবি উপস্থাপন করেছিলেন**

 **-- অমর একুশেতে তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে চিরভাস্বর বর্ণনা করে তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, তৎকালীন তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উপস্থাপন করেছিলেন।

একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ভোরে রাজধানীতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের নিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনে নেতৃত্বদানকারী ড. হাছান মাহ্‌মুদ পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের একথা বলেন। এর আগে একুশের প্রথম প্রহর মধ্যরাতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে শহিদ মিনারে আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে শহিদ বেদীতে পুষ্পার্পণে অংশ নেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন, 'অমর শহিদদের রক্তে রঞ্জিত ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই আমাদের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। তৎকালীন তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উপস্থাপন করেছিলেন।'

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলা পৃথিবীর ষষ্ঠ ভাষা। জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে যাতে বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়, সে লক্ষ্য নিয়ে সরকার এগিয়ে যাচ্ছে।

শহিদ মিনারে পৌঁছানোর আগে ড. হাছান মাহ্‌মুদ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ভাষা শহিদ আবুল বরকত, আব্দুল জব্বার ও শফিউরের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আজিমপুর কবরস্থানে যান। সেখানে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে নিরবে প্রার্থনা শেষে শহিদ মিনার অভিমুখে পদযাত্রা করেন তারা। আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য লে: কর্নেল (অব:) মুহাম্মদ ফারুক খান, আবদুর রহমান, সংস্কৃতি সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, দপ্তর সম্পাদক ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া এসময় উপস্থিত ছিলেন।

অমর একুশের প্রাক্কালে ভাষার মাসের কয়েকটি সভায় তথ্যমন্ত্রী ইতিহাস উদ্ধৃত করে বলেন, '১৯৪৮ সালে ঢাকায় জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেবার পর বঙ্গবন্ধুই এর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ সভা আহ্বান করেন, তাতে সভাপতিত্ব করেন ও পরে এই আন্দোলনের জন্য তাঁকে কারাবরণ করতে হয় এবং সেখানেও তিনি অনশনের মাধ্যমে ভাষার জন্য আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। মহান ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতার অনবদ্য অবদানকে ঠিকভাবে তুলে ধরতে ইতিহাসের প্রতি আমরা দায়বদ্ধ।'

#

আকরাম/সাহেলা/রেজুয়ান/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/১৯০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৩৩

**ভাষা শহীদদের প্রতি জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির শ্রদ্ধা নিবেদন**

ঢাকা, ০৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি):

 মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ হতে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং কমিটির কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ সম্মিলিতভাবে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

#

অনসূয়া/কামাল/মাসুম/২০২১/১০৪৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৩৩

**ভাষা শহিদদের প্রতি জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির শ্রদ্ধা নিবেদন**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

 মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ হতে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং কমিটির কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ সম্মিলিতভাবে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

#

অনসূয়া/কামাল/মাসুম/২০২১/১০৪৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৩২

**জাপানে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

 জাপানের টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে ভাবগাম্ভীর্য ও যথাযথ মর্যাদায় মহান শহিদ দিবস ও  আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়। আজ সকালে অনুষ্ঠান শুরু হয় ভাষা শহিদদের স্মরণে দূতাবাসের অস্থায়ী শহিদ মিনার বেদিতে পুস্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে।

 জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা- কর্মচারী পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে দূতাবাস প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় সংগীত বাজানোর সাথে বাংলাদেশের  জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন রাষ্ট্রদূত। অতঃপর ভাষা শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

 বিদ্যমান করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশ এবং জাপান সরকার জারীকৃত বিভিন্ন দিক নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে দূতাবাস এবছর অনলাইনে শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দেয়া বানী পাঠ করা হয়। এছাড়া ভাষা শহিদদের আত্মার মাগফেরাত ও বাংলাদেশের সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

 আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রারম্ভে রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান  এবং শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও তাৎপর্য তুলে ধরে রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে মিশে আছে ভাষা আন্দোলন এবং ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ দিনটি। তিনি মহান ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতার ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তিনি আরো বলেন, ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন এবং ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করে।

 অনলাইন আলোচনায় অংশ নিয়ে জাপান বাংলাদেশ সোসাইটির (জেবিএস) প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রদূত মাসাতো ওয়াতানাবে জানান জাপান-বাংলাদেশ সম্পর্ক উন্নয়নে জেবিএস আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সেক্রেড হার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মাসাকি ওহাসি বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে বাংলায় আলোচনা করেন। এছাড়া ভিডিও বার্তায় জাপানিজ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো এর ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল ইয়োশিয়াকি ইশিদা অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান। তোশিমা সিটির মেয়র ইউকিও তানাকো তাঁর ভিডিও বার্তায় বলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস জাপানিদের তাঁদের মাতৃভাষার কথা মনে করিয়ে দেয়।

 জাপান প্রবাসী বাংলাদেশি কমিনিউটির নেতৃবৃন্দও এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে ভাষা সৈনিক ঘোষণার প্রস্তাব করেন এবং বিশ্বের বিলুপ্তপ্রায় ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় সবাইকে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

   অনুষ্ঠানে ভাষা আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। জাপানি নাগরিক ও প্রবাসী বাংলাদেশিসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অতিথি এবং দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ।

#

শিপলু/অনসূয়া/কামাল/মাসুম/২০২১/১০৪৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৩২

**জাপানে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি)

 জাপানের টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে ভাবগাম্ভীর্য ও যথাযথ মর্যাদায় মহান শহীদ দিবস ও  আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়। আজ সকালে অনুষ্ঠান শুরু হয় ভাষা শহীদদের স্মরণে দূতাবাসের অস্থায়ী শহীদ মিনার বেদিতে পুস্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে।

 জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা- কর্মচারী পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে দূতাবাস প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় সংগীত বাজানোর সাথে বাংলাদেশের  জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন রাষ্ট্রদূত। অতঃপর ভাষা শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

 বিদ্যমান করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশ এবং জাপান সরকার জারীকৃত বিভিন্ন দিক নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে দূতাবাস এবছর অনলাইনে শহীদ দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দেয়া বানী পাঠ করা হয়। এছাড়া ভাষা শহীদদের আত্মার মাগফেরাত ও বাংলাদেশের সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

 আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রারম্ভে রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান  এবং শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও তাৎপর্য তুলে ধরে রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে মিশে আছে ভাষা আন্দোলন এবং ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ দিনটি। তিনি মহান ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতার ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তিনি আরো বলেন, ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন এবং ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করে।

 অনলাইন আলোচনায় অংশ নিয়ে জাপান বাংলাদেশ সোসাইটির (জেবিএস) প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রদূত মাসাতো ওয়াতানাবে জানান জাপান-বাংলাদেশ সম্পর্ক উন্নয়নে জেবিএস আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সেক্রেড হার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মাসাকি ওহাসি বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে বাংলায় আলোচনা করেন। এছাড়া ভিডিও বার্তায় জাপানিজ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো এর ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল ইয়োশিয়াকি ইশিদা অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান। তোশিমা সিটির মেয়র ইউকিও তানাকো তাঁর ভিডিও বার্তায় বলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস জাপানিদের তাঁদের মাতৃভাষার কথা মনে করিয়ে দেয়।

 জাপান প্রবাসী বাংলাদেশি কমিনিউটির নেতৃবৃন্দও এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে ভাষা সৈনিক ঘোষণার প্রস্তাব করেন এবং বিশ্বের বিলুপ্তপ্রায় ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় সবাইকে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

   অনুষ্ঠানে ভাষা আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। জাপানি নাগরিক ও প্রবাসী বাংলাদেশিসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অতিথি এবং দূতাবাসের কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ।

#

শিপলু/অনসূয়া/কামাল/মাসুম/২০২১/১০৪৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৩১

**১৫০ বিঘা জমির তাৎক্ষণিক সেচের ব‍্যবস্থা করলেন এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী**

মণিরামপুর (যশোর), ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি)

 মনিরামপুর উপজেলার খেদাপাড়া ইউনিয়নের জালালপুর গ্রামের ১৫০ বিঘা ফসলি জমিতে তাৎক্ষণিক সেচের ব‍্যবস্থা করেছেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য।

 শনিবার মনিরামপুর উপজেলার খেদাপাড়া ইউনিয়নের জালালপুর গ্রামে স্থানীয় ব‍্যক্তি স্বার্থের বিরোধের জন্য প্রায় ১৫০ বিঘা জমির ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই খবর পেয়ে প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য ঢাকা থেকে ছুটে আসেন।

 কৃষকের দুর্দশার কথা চিন্তা করে তাৎক্ষণিক সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সেচ সুবিধা চালুর নির্দেশ দিয়ে বলেন, জনগণ হলো আমার মূল শক্তি, জনগণের ভোটে আজ আমি এখানে আসছি।

 এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পল্লী বিদুৎ অফিসের জিএমকে যথাযথভাবে দায়িত্বপালনের নির্দেশনা দেন।

 উল্লেখ্য, ভুয়া অভিযোগের ভিত্তিতে মনিরামপুর এর ইউএনও ও পল্লীবিদ্যুৎ সমিতি-২ এর মহাব‍্যবস্থাপক সঠিক তদন্ত না করে ১৫০ বিঘা জমির বোরো সেচ পাম্পের বিদ্যুৎ সংযোগ বিছিন্ন করে। ফলে গত ৪/৫ দিনে স্কিমে সেচ সরবরাহ না করার কারণে ফসল নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়।

#

হাবীব/অনসূয়া/কামাল/মাসুম/২০২১/১০৩৮ ঘণ্টা